মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

এইচএসসি ও ডিআইবিএস পরীক্ষা-২০১৬ এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি কিছু জরুরি নির্দেশনা

১. প্রথমে বহুনির্বাচনী (MCQ) এবং পরে রচনামূলক/সৃজনশীল (CQ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

২. সকাল বেলার পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে বহুনির্বাচনী ১০টায় শুরু হবে এবং পরে সৃজনশীল ১০.৫০ শুরু হবে। উভয় পরীক্ষার মধ্যে ন্যুনতম ১০(দশ) মিনিট সময়ের ব্যবধান থাকবে। তবে কেবলমাত্র ট্রাডিশনাল বিষয়ের ক্ষেত্রে রচনামূলক পরীক্ষা ১০টায় শুরু হবে।
বিকাল বেলার পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে বহুনির্বাচনী ২টায় শুরু হবে এবং পরে সৃজনশীল ২.৫০ শুরু হবে। উভয় পরীক্ষার মধ্যে ন্যুনতম ১০(দশ) মিনিট সময়ের ব্যবধান থাকবে। তবে কেবলমাত্র ট্রাডিশনাল বিষয়ের ক্ষেত্রে রচনামূলক পরীক্ষা ২ টায় শুরু হবে।

৩. প্রতিদিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ব্যবহারের সেট কোড নির্দেশিকা সতর্কতার সাথে অনুসরণ করতে হবে। সেট কোড অনুসারে ট্রেজারি/থানা থেকে প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে আনতে হবে।

৪. পরীক্ষা শুরু ৩০ মিনিট পূর্বে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলতে হবে। কোনভাবেই এর পূর্বে প্যাকেট খোলা যাবে না। এছাড়াও কোনভাবেই বহুনির্বাচনী (MCQ) ও রচনামূলক/সৃজনশীল (CQ) প্রশ্নপত্রের প্যাকেট এক সাথে খোলা যাবে না। এ নির্দেশনার ব্যতয় ঘটলে তাৎক্ষনিক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫. পরীক্ষার্থীদের স্ব স্ব সেশনের প্রশ্নপত্রের পরীক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যতয় ঘটলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ বা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. পরীক্ষা শুরুর ২ ঘন্টার মধ্যে কেন্দ্রের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সংখ্যা এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১ ঘন্টার মধ্যে বহিস্কারসহ সার্বিক তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। এই তথ্যের সাথে জেলা প্রশাসককে প্রদত্ত তথ্যের মিল থাকতে হবে।

৭. প্রতি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কক্ষ প্রত্যবেক্ষক উত্তরপত্রগুলো সংগ্রহ করে কক্ষে বসেই ওএমআর এর প্রথম অংশ ছিঁড়ে উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হিসাব বুঝিয়ে দিবেন। উত্তরপত্র থেকে ওএমআর এর প্রথম অংশ ছেঁড়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে কিংবা জটিলতা সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ প্রত্যবেক্ষক/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর জন্য দায়ী থাকবেন। উল্লেখ্য, পরীক্ষা শেষ না হলে ওএমআর ছিঁড়ানো যাবে না এবং কোন শিক্ষার্থীকে দিয়েও ওএমআর ছিঁড়ানো যাবে না।

৮. ওএমআর এর প্যাকেট খাকি রং এর কাপড় দিয়ে মুড়ে সীলগালা করতে হবে। অত:পর পরীক্ষা পরিচালনার নীতিমালা বইয়ের অনুচ্ছেদ ১৩ (ঘ) এর নমুনা ছক মোতাবেক ঠিকানা লিখে বোর্ডের নাম উল্লেখ পূর্বক ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার সেলে হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা হলে বিষয়ের নাম উল্লেখপূর্বক আলাদাভাবে প্যাকেট করতে হবে।

৯. পরীক্ষা শুরুর পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরীক্ষা গ্রহণের একটি প্রস্তুতিমূলক সভা আহবান করতে হবে। উক্ত সভায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস সংক্রান্ত তথ্যাদি এইচএসসি ও ডিআইবিএস পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা-২০১৬ এর ৫ নং ধারা মোতাবেক সম্যক ধারণা দিতে হবে।

১০. কোন পরীক্ষার্থী যাতে কোন উপায়ে নকল করতে না পারে এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান ফটকে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। কক্ষ প্রত্যবেক্ষকগণ কক্ষের দরজায় দাড়িয়ে কথা বলা কিংবা পরীক্ষা কক্ষের মধ্যে জোরে চিৎকার করে ভীতি যাতে না প্রদর্শন করে সেরূপ নির্দেশনা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রস্তুতিমূলক সভা করে সবাইকে সতর্ক করবেন।

১১. পরীক্ষা শুরুর আগের দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধিকে নিয়ে ট্রাংকে রক্ষিত প্রশ্নপত্রের প্যাকেটের সাথে প্রশ্নপত্রের বিবরণীর তালিকা" সঠিকভাবে যাচাই করতে হবে এবং কোনরূপ গরমিল থাকলে ঐ দিনই দুপুর ১২টার মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক-কে অবহিত করতে হবে।

১২. উত্তরপত্র প্যাকেট করার সময় বান্ডেল লেবেল এ কালো বল পেন দিয়ে বিষয়, পত্র, বিষয় কোড ও উত্তরপত্রের সংখ্যা স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। কালো বল পেন ব্যতীত অন্য কোন কালি ব্যবহার করা যাবে না।

১৩. একই বিষয়ের নিয়মিত/অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র আলাদাভাবে প্যাকেট করতে হবে । তবে OMR একই প্যাকেটে দেওয়া যাবে।

১৪. পরীক্ষার্থীগণ তাদের প্রবেশপত্র নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট হতে সংগ্রহ করবে।

১৫. প্রত্যেক পরীক্ষার্থী কেবল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশ পত্রে উল্লিখিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোন অবস্থাতেই অন্য বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না । তবে এ বিষয়ে কোন জটিলতার উদ্ভব হলে তাৎক্ষনিকভাবে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে হবে।

১৬. কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিজ কলেজ/প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে না, পরীক্ষার্থী স্থানান্তরের মাধ্যমে আসন বিন্যাস করতে হবে।

১৭. পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষায় সাধারণ সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে। প্রোগ্রামিং ক্যালুলেটর ব্যবহার করা যাবে না।

১৮. পরীক্ষা গ্রহণের সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্মার্ট মোবাইল অর্থাৎ ছবি তোলা যায় এরূপ ফোন ছাড়া সাধারণ ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অন্য কেউ মোবাইল ফোন বহন ও ব্যবহার করতে পারবেন না এবং কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন আনতে পারবে না। এরূপ নির্দেশনা অমান্য করলে তাৎক্ষনিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বি:দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ফোন: ৫৮৬১০১৮১
মোবাইল: ০১৭১১-১৩৬৯৭৬

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ফোন: ৯৬৬৯৮১৫
মোবাইল: ০১৭৫৫-৫০৯১১৩